প্রসঙ্গ ঃ ব্রডব্যান্ড প্রতারণার নতুন কৌশল

দেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের আগমনের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। কিন্তু এরই মধ্যে এটি খুব দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। মূলত ফোন ফ্রি ইন্টারনেট কানেকটিভিটি ও ২৪ ঘন্টা অনলাইনে থাকার সুবিধার কথা চিন্তা করে অনেক মানুষই আগ্রহী হন ব্রডব্যান্ডের প্রতি। তাছাড়া যাদের টেলিফোন নেই ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট তাদের জন্য বয়ে এনেছিল আশীর্বাদ। কেননা, যারা ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য টেলিফোন লাইনের সংযোগ নিতে চেয়েছেন তারাও এক সময় বিটিটিবি'র দীর্ঘসূত্রতায় বিরক্ত হয়ে শরণাপন্ন হয়েছিলেন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের দিকে।

অবশ্য বর্তমান প্রেক্ষাপটে শুরুর সেই উচ্ছ্বাসটা নেই। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট জনজীবনে যে রকম আলোড়ন তুলে ফেলার কথা ছিল তেমনটি হয়নি। স্বল্প খরচে ইন্টারনেট সুবিধা পেয়েও গ্রাহকরা সন্তুষ্ট নয়। আর সেজন্যই আমাদের এই অনুসন্ধান। কেননা, টেকনোলজিগত দিক থেকে কিংবা জনজীবনে ব্রডব্যান্ডের গুরুত্ব কোনদিকেই ব্রডব্যান্ড অকার্যকর নয়।

ব্রডব্যান্ড প্রযুক্তিতে খরচের পরিমাণ যেরকম বেশি হওয়ার কথা এসব আইএসপি তার চেয়ে অনেক কম চার্জে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদান করে। আর তাদের বিজ্ঞাপনের ভাষা এমনই চমকপ্রদ ও চটকদার যে, যে কেউই সেসব বিজ্ঞাপন পড়ামাত্র ইন্টারনেট সংযোগ নিতে আগ্রহী হবেন। ঢাকার ধানমন্ডি, মিরপুর রোড, পান্থপথ, গ্রীন রোড, ফার্মগেট, মৌচাক, মালিবাগ, শান্তিনগর, কাকরাইল এলাকায় এসব বিজ্ঞাপন একটু বেশি পরিমাণেই চোখে পড়ে। এসব বিজ্ঞাপনের অফার অত্যন্ত আকর্ষণীয়– মাসিক চার্জ ১০০০ টাকা এবং সংযোগ ফ্রি। কোথাওবা সংযোগ বাবদ কিছু দিতে না হলেও ল্যান কার্ডও তার ইউজারকেই কিনে নিতে হয়। এসব বিজ্ঞাপনে তারা ৩২ কেবিপিএস স্পীড নিশ্চিতভাবে দেয়ার কথা বলে। ফলে কম খরচে এবং টেলিফোনবিহীনভাবে ইন্টারনেট নেয়ার অভিপ্রায়ে প্রচুর গ্রাহক সমাগম হয় এসব বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠানের কাছে। ডায়ালআপ ইন্টারনেটে যেখানে প্রি-পেইড ব্যবস্থায় মিনিটে ৫০ পয়সা হারে এবং পোস্ট পেইড ব্যবস্থায় আরো বেশি হারে চার্জ দিতে হয় সেখানে এসব প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন ভাষা অনুযায়ী ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ পড়ে মিনিট প্রতি মাত্র ৩ পয়সা। সরেজমিন তদন্তে আমরা যাই পান্থপথে অবস্থিত একটি সাইবার ক্যাফে, যারা বাড়িতে ইন্টারনেট সংযোগ দিয়ে থাকে ফ্রি এবং মাসে মাত্র ১০০০ টাকা চার্জ নেয়। তারা জানায়ঃ ল্যান কার্ড ইউজারকেই কিনতে হবে। আর ১০০ মিটার তার তারা ফ্রি দেবে, বাকিটা ইউজারের। কিন্তু ইউজার ঝিকাতলা অঞ্চলে থাকে শুনে তারা ধানমন্ডি ৪ নম্বরের অন্য একটি সাইবার ক্যাফের ঠিকানা দিয়ে বলল, এটা ওদের এলাকা। অর্থাৎ কেবল টিভির মতোই এখানেও চলছে এলাকা ভাগাভাগি। শোনা যায়, এসব সাইবার ক্যাফে ব্যবসায়ীদের অনেকেরই কেবল টিভির ব্যবসা ছিল বা আছে এবং অনেকেরই অতীত ইতিহাস বেশ কালো।

ধানমন্ডিস্থ সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। ঘুপচি ধরনের ছোট ছোট বদ্ধ ঘরে চলছে ইন্টারনেট ব্রাউজিং। ক্যাফের কর্তৃপক্ষের সাথে ইন্টারনেট সংযোগের ব্যাপারে আলাপ করতেই তারা জানাল, তাদের সব লাইন এখন ফুল। তবে কেউ যদি নিতে চায় তাহলে কমপক্ষে এক জায়গা থেকে ৮ জনকে আসতে হবে এবং সেক্ষেত্রে প্রতিজনকে সংযোগ ফি বাবদ ৮০০ টাকা ও মাসে ১০০০ টাকা হারে দিতে হবে। এক্ষেত্রেও ১০০ মিটার তার তারা দেবে, বাকিটা ইউজারদের ভাগাভাগি করে নিতে হবে। আর এককভাবে নিতে গেলে পুরো ৮ জনের খরচই ইউজারকে দিতে হবে। তবে এক্ষেত্রে একজন ইউজার একাই ৮ জনের সংযোগ নিলে পরবর্তীতে তা থেকে নিজেই অন্যদের সংযোগ দিতে পারবে, তবে এই সংখ্যা ৮ জনের বেশি করা যাবে না। গেলেই তাদেরকে পৃথক সংযোগ ফি ও ব্যবহার চার্জ দিতে হবে।

আর স্পীডের ব্যাপারেও তারা কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ বলতে সক্ষম হয়নি। যদিও মুখে ৩২ কেবিপিসের কথা বলেছিলেন, তবে এও জানিয়েছিলেন স্পীডের আপ-ডাউন থাকবে। রিডানডেনসি কন্ট্রোল বা মনিটরিং, ফায়ারওয়াল সাপোর্ট, তাদের ওয়েব সাইট, প্রক্সি সার্ভার ইত্যাদি শব্দগুলো তিনি আগে শুনেছেন বলে মনে হলো না। বরং বারবার টেলিফোন ফ্রি ও ২৪ ঘন্টা আনলিমিটেড এই দু'টি কথা এমনভাবে বলছিলেন যে, মনে হলো এই দু'টি শব্দ ছাড়া তিনি আর কিছু জানেন না এবং এগুলোই তাদের নিরীহ গ্রাহককে ঠকানোর একমাত্র হাতিয়ার।

সাইবার ক্যাফের বাইরে এক গ্রাহকের সাথে আলাপ হলে জানা গেল, ২৪ ঘন্টা নয়– বরং তারা ২২ ঘন্টা সাপোর্ট পান। কেননা, ভোর ৪টা থেকে ৬টা পর্যন্ত সার্ভার বন্ধ থাকে। আর স্পীড ৩২ কেবিপিএস শেয়ার ব্যান্ডউইডথ এর মানে যে ১ কেবিপিসের চেয়েও কম স্পীড সেটাও তারা বুঝতে পারেনি।

এ প্রসঙ্গে কথা হয়েছিল বিডিকম লিমিটেডের ডিরেক্টর সুমন আহমেদ সাবিরের সাথে। তিনি জানালেন, শেয়ারড ব্যান্ডউইডথ নামে বস্তুত কোন শব্দ নেই। ব্রডব্যান্ড বলতে বোঝানোই হয় ডেডিকেটেড এবং কমপক্ষে ৬৪ কেবিপিএস। এরচেয়ে কম হলে তা ব্রডব্যান্ড নয়। তাছাড়া আইএসপি'র ক্ষেত্রে ন্যারোব্যান্ড নামে আরেকটি প্রযুক্তি রয়েছে। যার ব্যবহার ডায়াল-আপ ইন্টানেটের ক্ষেত্রে হচ্ছে। কিন্তু এসব তথাকথিত ব্রডব্যান্ড আইএসপিগুলো মূলতঃ কো-এক্সিয়েল কেবলের মাধ্যমে ল্যান তৈরী করে সংযোগ দেয় এবং এতে কম্পিউটারগুলো ল্যানের স্পীড ১০০ এমবিপিএস প্রদর্শন করে।

একই প্রসঙ্গে আইএসপি এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক এরশাদ শাফি চৌধুরী বলেন, এদের অনেকেই প্রতিষ্ঠিত আইএসপিগুলোর কাছ থেকে সাইবার ক্যাফে চালানো কিংবা অন্যান্য উদ্দেশ্যে এডিএসএল, ডিএসএল, রেডিও লিঙ্ক কিংবা কেবল মডেম প্রযুক্তিতে সংযোগ গ্রহণ করে ল্যান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের প্রান্তের পিসির সংখ্যা বৃদ্ধি করে। আমরা নিজেরা এসব প্রতিষ্ঠিত ব্রডব্যান্ড প্রযুক্তির সংযোগ দিয়েও নিজেদের কখনও ব্রডব্যান্ড আইএসপি হিসেবে দাবি করিনি। অথচ তারা আমাদের থেকে নিয়ে দাবি করছেন– এ ব্যাপারটা শুধু হাস্যকরই নয়, ভয়াবহ ও প্রতারণাই বটে!

এ প্রসঙ্গে আইএসপি এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশের সভাপতি আখতারুজ্জামান মঞ্জু জানান, ওরা কেউই আমাদের সদস্য নয়। সদস্য হবেইবা কি করে? আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন তো ওদের লাইসেন্স আছে কিনা! এ কথার সত্যতাও পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ টেলিফোনী রেগুলেটরী কমিশনের কাছে আইএসপি'র যে তালিকা আছে– তাতে এদের অন্তর্ভুক্তি নেই। থাকলে এবং সেক্ষেত্রে আইএসপি'র লাইসেন্স ফি'র মত বড় অংকের ফি সরকারকে দিতে হলে এদের ব্যবসা বহু আগেই উঠে যেত। কম খরচ প্রসঙ্গে আইএসপি এবি'র সাধারণ সম্পাদক আরো জানান, আমাদের ব্যান্ডউইডথ কিনতেই মিনিট প্রতি ৪০-৪৫ পয়সা করে খরচ হয়। ফলে আমাদের কোন অবস্থাতেই ৫০ পয়সার চেয়ে কম খরচে ব্যান্ডউইডথ দেয়া সম্ভব হয় না। ভি-স্যাট যতদিন থাকবে, এ রকম খরচ থাকবেই। ফাইবার অপটিক সংযোগ আসলে তখন খরচ কমার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এসব প্রতিষ্ঠান যা করছে তা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ কথা সত্যি যে, আমাদের হোম ইউজার কিংবা কর্পোরেট ইউজার কোনটাই ততটা প্রযুক্তি সচেতন নয়। ফলে তারা পণ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূল্যটাকেই বেশি প্রাধান্য দেন।

অবশ্য এ ব্যাপারে অনেকেরই সোচ্চার হবার ছিল। আইএসপি এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশই প্রথম উদ্যোগ নিতে পারত। সরকারের আইটি বিষয়ক কারিগরি সংগঠন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল উদ্যোগী হতে পারত। কিন্তু দুঃখজনক যে, এ বিষয়ে কেউই কোন পদক্ষেপ নেননি। অথচ টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বিটিআরসি, বিটিটিবি ও আইএসপি এবি এদের সবারই ছিল সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ও জনস্বার্থে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া কিংবা নিদেনপক্ষে বিবৃতি দেয়া। কেননা, এ ধরনের প্রতারণার ফলে সাধারণ মানুষ যেমন সঠিকভাবে ইন্টারনেট সুবিধার সুফল ভোগ করছেন না– তেমনি সরকারও বঞ্চিত হচ্ছেন বড় ধরনের রাজস্ব আয় থেকে।

দোষ কি শুধু আইএসপিরই?

অনুসন্ধানে আইএসপিগুলোর দোষ বেরিয়ে এলেও একচেটিয়াভাবে তারাই দায়ী নয়। কেননা, গ্রাহকের এক্ষেত্রে যতটা সচেতন হওয়া উচিত– তারা ততটা সচেতনতা প্রদর্শন করছে না। অধিকাংশ ব্রডব্যান্ড প্রোভাইডাররাই সংযোগ নেবার পূর্বে গ্রাহককে ডেডিকেটেড ও শেয়ারড লাইন সম্পর্কে সচেতন করে দেন। কিন্তু এরপরও গ্রাহক জেনে-শুনে শেয়ারড লাইন নিয়ে যদি একচেটিয়াভাবে প্রোভাইডারকে দোষ দেন– তবে তা অবশ্যই সঙ্গত নয়। আর তাই আইএসপিগুলোকে একচেটিয়াভাবে দোষ দেবার পূর্বে অবশ্যই গ্রাহককে ভেবে দেখতে হবে– দোষটা আসলেই কি শুধু প্রোভাইডারের। ই-মেইলঃ maruf.hossain@ittefaq.com